একই স্মারক ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা-১২১২

মুজিব বর্ষে স্বাস্থ্য খাত, এগিয়ে যাবে অনেক ধাপ

স্মারক নং- স্বাঃঅধিঃ/কোভিড-১৯ /২০২০/ ৮৭

তারিখঃ ০৭/১২/২০২০ ইং

প্রজ্ঞাপন

কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারী বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বে এক মানবিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কোভিড-১৯ মহামারীর দ্বিতীয় ঢেউ দৃশ্যমান। এমতাবস্থায় কোভিড-১৯ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে বিমান, স্থল বা নৌ পথে বিদেশ থেকে আগত ও বিদেশগামী যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও কোয়ারেন্টিন ব্যবস্থা পুনর্বিন্যস্ত করার নিমিত্তে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১। বিদেশ থেকে বাংলাদেশে আগমনের ক্ষেত্রেঃ

১.১ বিমান, স্থল বা নৌ পথে কোভিড-১৯ পজিটিভ যাত্রী বিদেশ থেকে দেশে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখতে সকল যাত্রীকে বিমানে উঠার/ বোর্ডিং/ স্থলপথে ইমিগ্রেশন এর ৭২ ঘণ্টার মধ্যে কোভিড-১৯ পিসিআর নেগেটিভ সনদ দাখিল বাধ্যতামূলক করা হল। এয়ার লাইনস বা পরিবহন কর্তৃপক্ষ সকল যাত্রীর কোভিড-১৯ পিসিআর নেগেটিভ সনদ নিশ্চিত পূর্বক বোর্ডিং করবেন। পিসিআর নেগেটিভ সনদ প্রাপ্তির পরই শুধুমাত্র এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ যাত্রী পরিবহন করতে পারবেন।

১.২ বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী মিশন ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় কর্মরত ডিপ্লোমেটিক/ অফিসিয়াল/ Laissez Passer (লেসে পাসে) পাসপোর্টধারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

১.৩ বাংলাদেশে আগমনকারী উদ্যোক্তা বা সিআইপি সহ ব্যবসায়ীদেরও পিসিআর ভিত্তিক কোভিড-১৯ টেস্ট নেগেটিভ সনদ নিয়ে আসতে হবে।

১.৪ উপযুক্ত প্রমাণ সাপেক্ষে বিদেশ থেকে বহিষ্কৃত বা দেশে ফিরতে বাধ্য বাংলাদেশী নাগরিক যাদের কোভিড-১৯ পিসিআর টেস্ট করার সক্ষমতা নেই তাদের ক্ষেত্রে ১.১ এর নির্দেশনা শিথিল করা হল তবে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে প্রেরণ করা হবে।

১.৫ কোভিড-১৯ নেগেটিভ সনদ থাকা সত্ত্বেও বন্দরে স্ক্রিনিং এর সময় যদি কারও কোভিড-১৯ এর উপসর্গ পাওয়া যায় তাহলে তাকে আইসোলেশন সেন্টারে প্রেরণ করা হবে।

১.৬ প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন সেন্টারে নমুনা সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হবে। আগমনের দ্বিতীয় দিনে বা তদাপেক্ষা পরে কোভিড-১৯ পিসিআর পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করে ফলাফল নেগেটিভ হলে তৃতীয় দিন বা তদাপেক্ষা পরে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন সেন্টার থেকে হোম কোয়ারেন্টিনে প্রেরণ করা হবে এবং ফলাফল পজিটিভ হলে আইসোলেশনের জন্য কুয়েত-বাংলাদেশ-মৈত্রী সরকারী হাসপাতাল, উত্তরা, ঢাকায় পাঠানো হবে। প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে থাকা যাত্রীদের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদান পূর্বক সরকারী বা বেসরকারী ল্যাব থেকে টেস্ট করা হবে।

২। বাংলাদেশে থেকে বিদেশে গমনের ক্ষেত্রেঃ

২.১ বিমান, স্থল বা নৌ পথে গমনকারী সকল যাত্রীকে বিদেশ গমনের সময় বিমানে উঠার/ বোর্ডিং/ ইমিগ্রেশন এর ৭২ ঘণ্টার মধ্যে কোভিড-১৯ পিসিআর নেগেটিভ সনদ বাধ্যতামূলক করা হল। এয়ার লাইনস বা পরিবহন কর্তৃপক্ষ যাত্রীগণের কোভিড-১৯ পিসিআর নেগেটিভ সনদ নিশ্চিত পূর্বক বোর্ডিং করবেন।

২.২ বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী মিশন ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় কর্মরত ডিপ্লোমেটিক/ অফিসিয়াল/ Laissez Passer (লেসে পাসে) পাসপোর্টধারী ও তাদের পরিবারবর্গের ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

২.৩ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এয়ার লাইনস কর্তৃপক্ষ/ ট্রানজিটস্থলে / গন্তব্যস্থলে কোভিড-১৯ নেগেটিভ সনদ প্রয়োজন হলে সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশ বা কর্তৃপক্ষের নিয়ম অনুযায়ী কোভিড-১৯ পিসিআর সনদ বহন করতে হবে।

অধ্যাপক ডা. আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম
মহা-পরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় আবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব (দৃষ্টি আঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের একান্ত সচিব) , মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (দৃষ্টি আঃ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব)।
২। সিনিয়র সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, ঢাকা (দৃষ্টি আঃ সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব)।
৩। পররাষ্ট্র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (দৃষ্টি আঃ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব)।
৪। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (দৃষ্টি আঃ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব)।
৫। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা (দৃষ্টি আঃ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব)।
৬। সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা (দৃষ্টি আঃ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব)।
৭। চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, কুর্মিটোলা, ঢাকা।
৮। মহাপরিচালক, নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৯। স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ (সকল)।
১০। অপারেশন ও পরিকল্পনা পরিদপ্তর, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
১১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
১২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
১৩। পরিচালক, আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর (সকল)।
১৪। পরিচালক, রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা ও লাইন ডাইরেক্টর, সিডিসি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১৫। ডাঃ মোহাম্মদ ইউনুস, পরিচালক (ওএসডি), চীফ অব সিএসআইএস, মনিটরিং সেল এন্ড কন্ট্রোল রুম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
১৬। পরিচালক, আইইডিসিআর
১৭। পরিচালক, স্বাস্থ্য (সকল বিভাগ)
১৮। পরিচালক, কুয়েত-বাংলাদেশ-মৈত্রী সরকারী হাসপাতাল, উত্তরা, ঢাকা
১৯। লাইন ডাইরেক্টর, এনসিডিসি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২০। ইনচার্জ, হজ্জক্যাম্প কোয়ারেন্টিন কেন্দ্র /দিয়াবাড়ী কোয়ারেন্টিন কেন্দ্র
২১। বিশেষ পুলিশ সুপার, ইমিগ্রেশন (প্রশাসন), স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।
২২। ডা. সাইফুল ইসলাম, উপ পরিচালক (ও এস ডি),স্বাস্থ্য বিভাগীয় প্রধান সমন্বয়ক, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা।
২৩। সহকারী পরিচালক, সিডিসি ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার, আইএইচআর, রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
২৪। বিমান বন্দর স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা।
২৫। সিভিল সার্জন (বন্দর সংশ্লিষ্ট সকল জেলা)
২৬। এভিয়েশন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ।
২৭। চেয়ারম্যান, এয়ার লাইন অপারেটর কমিটি, ঢাকা।
২৮। অফিস কপি।